আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা

20-October-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰہ

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم" যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিশে বসে যার মধ্যে না তারা আল্লাহ পাকের যিকির করে এবং না আপন নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ মজলিশ তাদের

জন্য অনুশোচনার কারণ হবে, অতএব আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিবেন এবং তিনি চাইলে ক্ষমা দিবেন।”

(মুজামু কবীর, ৪/১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯৪২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে যখন মারাত্মক দুঃখ পায়

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত বড় কিতাব “নেকীর দাওয়াতে” ১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে:

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে তাঁর খালাতো ভাই গরীব ও নিঃস্ব, মুহাজির, বদরী সাহাবী হযরত মিসতাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (যাঁর ব্যয় তিনি বহন করতেন) তার পক্ষ থেকে খুবই দুঃখ পেলেন। দুঃখ হল: তিনি আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় কন্যা অর্থাৎ- উম্মুল

মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা তায়্যিবা তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর উপর অপবাদ লেপনকারীদের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন। এতে হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে (হযরত মিসতাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) খরচ না দেয়ার কসম করে ফেললেন। তখন ১৮ পারার সূরা নূরের ২২ নম্বর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَلَا یَاۡتَلِ اُولُوا الۡفَضۡلِ مِنۡکُمۡ وَ السَّعَۃِ اَنۡ یُّؤۡتُوۡۤا اُولِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنَ وَ الۡمُہٰجِرِیۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ۪ۖ وَ لۡیَعۡفُوۡا وَ لۡیَصۡفَحُوۡا ؕ اَلَا تُحِبُّوۡنَ اَنۡ یَّغۡفِرَ اللّٰہُ لَکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তারা যেন শপথ না করে যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান, আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের দান না করার এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি একথা পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

আয়াতটি যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাঠ করলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: নিশ্চয় আমার আশা হচ্ছে যেন, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করেন, আর আমি মিস্তাহের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাথে যে সদাচরণ করতাম, তা কখনও বন্ধ করবো না। অতএব, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জন্য আর্থিক সাহায্য-সহয়োগিতা (পুনরায়) চালু করে দিলেন। **(খাযায়িনুল ইরফান, ১৫৬৩ পৃষ্ঠা। নেকীর দাওয়াত ১৩০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমীরুল মুমিনীন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর খালাতো ভাই (অর্থাৎ

Cousin) হযরত মিসতাহ বিন উসাসাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ কে সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করেছিলেন। কিন্তু যখন এই আয়াতে মোবারকা অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হযরত মিসতাহ বিন উসাসাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ কে ক্ষমা করে দিলেন। চিন্তা করুন! যদি এমন পরিস্থিতি আমাদের কাছে আসে, তখন আমরা এরূপ ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা, মেলামেশা এমনকি সালাম দেয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিই বরং আমরাতো ছোট-খাটো কথাবার্তায় আত্মীয়-স্বজন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। সুন্দর আচরণ অর্থাৎ ভালো ব্যবহার থেকে বিরত থাকি, আর কথাবার্তা বন্ধ করে দিই। আমাদের সকলের চিন্তা করা উচিত যে, পরিবারে কার কার সাথে মনমালিন্য রয়েছে, তখন জানা হয়ে যাবে যে, যদি শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তবে তাড়াতাড়ি আত্মীয়-স্বজনদের সংশোধন ও আপোষের ব্যবস্থা শুরু করে দিন। যদি নতও হতে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله সুউচ্চ মর্যাদা পাবেন। নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের (সন্তুষ্টির) জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ পাক তাকে সুউচ্চ (মর্যাদা প্রদান) করেন।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৪০)** নিজের বেষ্টনীতে ও সমাজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে পরিণত করতে নিজের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুন্দর আচরণ ও আত্মীতার সম্পর্ক সুরক্ষিত করবে অভ্যাস গড়ুন। আর যতটুকু সম্ভব সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। কেননা, অন্যান্য গুনাহের বোঝা শুধুই গুনাহকারীর উপর আসে, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম পুরো সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে কুরআনের হুকুম

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অসহায়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার হুকুম দিয়েছেন। যেমন- ২১ পারা সূরা রুম-এর ৩৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> সুতরাং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে এটা উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই আয়াতে করীমার ব্যাপারে বলেন: এই আয়াতে করীমা সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করার হুকুম দিচ্ছে। এ থেকে বুঝা গেলো; প্রত্যেক আত্মীয়ের হক রয়েছে। এতে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন সম্পৃক্ত, আর এই আয়াত থেকে এটাও বুঝা গেলো; আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ, দান-খয়রাত, প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা ধারাবাহিকতার জন্য করবেন না। যদি করেন, তবে শুধু মাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করবেন, তখন সাওয়াবের অধিকারী হবে। অন্য আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ﴿۱﴾

(পারা- ৪, সূরা- নিসা, আয়াত- ১)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> আর আল্লাহকে ভয় করো। যার নাম নিয়ে যাঞ্চা করো আর আত্মীতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদা তোমাদের দেখছেন।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন: মুসলমানদের নিকট যেমনি ভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি জরুরী, তেমনি ভাবে আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করাও খুবই জরুরী। আরো বলেন: নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুন্দর আচরণ করা খুবই ফলদায়ক। দুনিয়াতেও রয়েছে আখিরাতেও এর দ্বারা জীবন-মৃত্যু, আখিরাত সবকিছু সফল হয়ে যায়। **(তাফসীরে নঈমী, ৪/৪৫৬ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটাকে এভাবে বুঝে নিন, যদি বর্তমান সরকার কাউকে কোন কাজ করতে নিষেধ করে এবং ঐ অপরাধের অপরাধীকে শাস্তির ঘোষণা করে, তবে কোন বুদ্ধিমান লোক জেনে বুঝে ঐ কাজটি কখনো করবে না এবং এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। একটু চিন্তা করুন, আমরা এক দুনিয়াবী বিচারকের নিষেধের অপরাধকে ভয় করি, কিন্তু যিনি রাব্বুল আলামীন যিনি আহকামুল হাকিমীন আমাদের ভাল-মন্দের মালিক। আমাদের জীবন মরণ যার কুদরতী হাতে, এমন শক্তিশালী সত্তার হুকুম সমূহের বিরোধীতা করাটা কেমন বোকামী? আত্মীয়তার বন্ধনের এমন গুরুত্ব রয়েছে যে, যদি কেউ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ না করার শপথ করে ফেলে, তবে এমন পরিস্থিতিতেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার হুকুম রয়েছে এবং কসমের কাফফারাও দিতে হবে।

শপথ ভেঙ্গে ফেলো!

হযরত সায়্যিদুনা আবুল আহওয়াছ আউফ বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন; তার পিতা বলেন: আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন? আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে থেকে কিছু চাইলে তবে সে কিছু দেয় না এবং আত্মীয়তার বন্ধনও রক্ষা করে না। আর যখন তার নিকট আমার প্রয়োজন হয়, তখন সে আমার কাছে আসে এবং আমার কাছে কিছু চায়। অথচ আমি শপথ করেছি যে, আমি তাকে কিছু দিবো না এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবো না। তখন হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে নির্দেশ দিলেন: "যে কাজ উত্তম তা করো আর শপথের কাফফারা দিয়ে দাও।"

(নাসায়ী, ৬১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৯৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এ কথাটা অন্তরে গেঁথে রাখুন যে, যদি কেউ অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া, সম্পর্ক নষ্ট করা বা কারো হক আদায় না করার জন্য শপথ করে ফেলে, তখন ঐ শপথকে ভেঙ্গে তার কাফফারা দিতে হবে। এ শপথকে পূর্ণ করা গুনাহ। যেমন-

সব থেকে বড় গুনাহ

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি কোন ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি সাধন করার জন্য শপথ করে, তবে আল্লাহ পাকের শপথ! তাদেরকে কষ্ট দেওয়া এবং শপথ পূর্ণ করা আল্লাহ পাকের নিকট বড় গুনাহ। এর থেকে সে তার শপথের পরিবর্তে কাফফারা দিবে, যা আল্লাহ পাক তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

(বুখারী, ৪/২৮১, হাদীস: ৬৬২৫)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীস শরীফের ব্যাপারে বর্ণনা করেন; অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ঘরের সদস্যের কারো হক নষ্ট করার জন্য শপথ করে। উদাহরণ স্বরূপ- আমি আমার মায়ের সেবা করবো না বা বাবা-মার সাথে কথা বলবো না এই ধরণের শপথ পূর্ণ করা গুনাহ। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে; এ ধরণের শপথ ভঙ্গ করবে, আর পরিবারের সদস্যদের হক আদায় করবে। মনে রাখবেন! এখানে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, এ শপথ পূর্ণ না করাটা গুনাহ, কিন্তু পূর্ণ করাটা আরো অধিক বড় গুনাহ। বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, এ ধরণের শপথ পূর্ণ করাটা অনেক বড় গুনাহ। পূর্ণ না করাতে সাওয়াব রয়েছে, যদিও শপথ ভঙ্গ করার দ্বারা আল্লাহ পাকের নামের বেয়াদবী হয়ে থাকে। এজন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যায়, কিন্তু এখানে শপথ ভঙ্গ না করা অধিক গুনাহের কারণ। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৫/১৯৮)**

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার গুরুত্ব তো আমরা শুনলাম। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কাকে বলে? আসুন! এর পরিচিতিটাও শুনি صِلَه এর শাব্দিক অর্থ- اِيْصَالُ نَوْعٍ مِّنْ اَنْوَاعِ الْاِحْسَانِ অর্থাৎ যে কোন ধরণের কল্যাণ ও দয়া করা। **(আয-যাওয়াজির, ২/১৫৬)** আর رِحْم দ্বারা উদ্দেশ্য নৈকট্য, আত্মীয়তা। **(লিসানুল আরব, ১/১৪৭৯)** বাহারে শরীয়াতের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের অর্থ সম্পর্কের বন্ধন রক্ষা করা। অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে নেকী ও ভালো আচরণ করা। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৫৮ পৃষ্ঠা)**

সদরুশ শরীয়া, মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সমস্ত উম্মত এ কথার উপর একমত যে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা

করা ওয়াজিব, আর সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। হাদীস সমূহের মধ্যে কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ করার হুকুম এসেছে। কুরআন শরীফের মধ্যে কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা আবশ্যক যে, সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, তেমনি ভাবে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণের পর্যায়ের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। পিতা মাতার মর্যাদাটা সবচেয়ে বড়, তাদের পরে ঐসব আত্মীয়-স্বজন যাদের সাথে বংশীয় ভাবে সম্পর্ক হওয়ার কারণে সব সময়ের জন্য বিয়ে হারাম, এরপর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। সম্পর্কের পর্যায় অনুসারে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণের পর্যায়টাও ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ- তাদের হাদিয়া, উপহার দেওয়া ইত্যাদি আর তাদের কোন কথায় তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তাদের সাহায্য করা। তাদের সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। তাদের সাথে চলাফেরা করা, তাদের সাথে কথা বলা, তাদের সামনে খুব নম্র ও বিনয়ী ভাবে উপস্থিত হওয়া। যদি ব্যক্তিটি বিদেশে থাকে, তবে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে চিঠি পাঠাবে। তাদের কাছে চিঠি লিখা বহাল রাখবে, যাতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়। আর যদি সম্ভব হয় দেশে আসবে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক অটুট করে নাও। এমন করলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (বর্তমানে চিঠি লিখার প্রচলন খুব কম, এজন্য ফোন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবে। উদ্দেশ্য হলো, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা অটুট রাখা, তা যে কোন ভাবেই হোক।)

(বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৫৮, ১৬তম অংশ)

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণের পাশাপাশি তাদের সাথে সম্পর্কের মধ্যে সব সময় খেয়াল রাখা। তাদের সাহায্য ও সেবা-যত্ন করা, সুখ-দুঃখে তাদের সাথে অংশীদার হওয়া। উৎসব ও খাবারের আয়োজনে তাদেরকে দাওয়াত করা, তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা। এভাবে অন্যান্য সব ভালো কাজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণের দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সে তোমার সাথে ভালো আচরণ করে তুমিও কারো, প্রকৃত পক্ষে বিষয়টা অদল-বদল। সে তোমার কাছে জিনিস পাঠালো তুমিও তার কাছে জিনিস পাঠালে, সে তোমার কাছে আসলো তুমিও তার কাছে গেলে। প্রকৃত পক্ষে আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ হলো এটাই, সে ভাঙ্গে তুমি জোড়া লাগাও। সে তোমার কাছ থেকে পৃথক থাকতে চায়, গুরুত্ব দেয় না, আর তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হকের দিকে মনযোগ দাও। **(রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)**

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বাস্তবতা:

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যে এই অদল-বদলটি করে। কিন্তু সম্পর্ক রক্ষাকারী সে, যখন তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু সে তা সংযুক্ত করে।” **(বুখারী, ৪/৯৮, হাদীস: ৫৯৯১)** অন্য আর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: “ঐ সমস্ত লোকদের সাথে একত্রিত হয়ো না, যারা এটা বলে যদি মানুষ আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে আমরাও ভাল আচরণ করবো এবং যদি মানুষ আমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তবে আমরাও প্রতিশোধ মূলক

অত্যাচার করবো। বরং নিজেকে এ কথার অভ্যস্ত করুন যে, মানুষ যদি ভালো আচরণ করে তবে তোমরাও তার সাথে ভালো আচরণ করো, আর যদি লোকেরা তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে তখনো তোমরা জুলুম করো না।” **(তিরমিযী, ৩/৪০৫, হাদীস: ২০১৪)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় হাদীস যা এইমাত্র আমরা শুনলাম, তা থেকে জানতে পারলাম যে, আত্মীয়তার বন্ধনের সঠিক উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, যদি আমাদের উপর জুলুমও করে তার পরও আমরা তাকে ক্ষমা করে দিবো। আমাদের উচিৎ, যদি আমাদের ঐ আত্মীয় যে আমাদের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে, বছরের পর বছর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অথবা সামান্য কথাতে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছে তবে আমাদের তাদেরকে গিয়ে বুঝানো উচিৎ এবং ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

এটা বাস্তব যে, এগুলো আমাদের নফসের জন্য খুব কঠিন হবে, আর শয়তান কখনো একে অপরের মাঝে মীমাংসা করতে দিবে না এবং আমাদের মনে বিভিন্ন ধরণের কুমন্ত্রণা দিবে যে, কেন আমি এর ঘরে যাবো? যে আমাদের ঘরে পা রাখতে চায় না বা যে আমাদের দাওয়াত প্রত্যাখান করে, আমরা কেন তার দাওয়াত গ্রহণ করবো? যে আমদের কারো নিকটেই আসতে চায়না, আমরা কিভাবে তার কাছে যেতে পারি? প্রত্যেকবার আমরাই কেন প্রথমবার কববো? শেষ পর্যন্ত আমরা কতটুকু নিচু হবো? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরণের অনেক কুমন্ত্রণা মনে আসবে, কিন্তু মনে রাখবেন! এটা পরীক্ষার সময়, আমরা নিজের নফসের কথা শুনে নিজের আখিরাত নষ্ট করছি নাকি নিজের নফসকে দমন করে আল্লাহ্ পাক

ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম সমূহের উপর আমল করে নিজের আখিরাতের সর্বোত্তম সরঞ্জাম তৈরী করছি। এজন্য সাহস করুন, শয়তানের বিরোধীতা করুন এবং আত্মীয়তার বন্ধনের সাওয়াব পাওয়ার নিয়্যতে নিজের অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করুন।

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ একবার প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফ শুনাচ্ছিলেন। ঐ মুহুর্তে বললেন: সব ধরণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী আমাদের এই মাহফিল থেকে উঠে যাও। একজন যুবক উঠে তার ফুফীর কাছে গেলো, যার সাথে তার অনেক বছরের পুরানো ঝগড়া ছিলো। যখন তারা একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, তখন ফুফী ঐ যুবককে বলল: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করো, কেন এ ধরণের হলো? (অর্থাৎ আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কেন এ ধরণের ঘোষণা দিলেন?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলো, তখন হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: আমি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এটা শুনেছি: "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী থাকে, ঐ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয় না।" **(আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৫৩ পৃষ্ঠা)**

আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষিত রাখার ফযীলত

আসুন! উৎসাহের জন্য আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ফযীলতের ব্যাপারে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শুনি:

(১) "যে চাই তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তার মৃত্যু দেরীতে হোক, তবে সে যেনো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৭, হাদীস: ৫৯৮৫)

(২) "সম্পর্ক সংযুক্ত করলে ঘরের সদস্যদের মঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, সম্পদে বরকত হয়, আয়ু বৃদ্ধি পায়।"

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াছ ছিলাহ, ৩/৩৯৪, হাদীস: ১৯৮৬)

(৩) "নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক এক সম্প্রদায়ের কারণে দুনিয়াকে উজ্জীবিত রাখেন এবং তাদের কারণে সম্পদ বৃদ্ধি করেন, আর যখন থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাননি।" আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা কি কারণে? ইরশাদ করলেন: "তারা তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক সুরক্ষিত রাখার কারণে।" **(আল মু'জামুল কবীর, ১২/৬৭ পৃষ্ঠা, নং: ১২৫৫৬)**

আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষিত রাখার ১০টি উপকারীতা

হযরত ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষিত রাখার ১০টি উপকারীতা রয়েছে: ❁ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন হয়। ❁ মানুষের খুশীর কারণ হয়। ❁ ফিরিস্তারা খুশী হয়। ❁ মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। ❁ শয়তান এতে কষ্ট পায়। ❁ বয়স বৃদ্ধি পায়। ❁ রিযিকে বরকত হয়। ❁ মৃত মুসলমান বাপ-দাদারা খুশী হন। ❁ একে অপরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ❁ মৃত্যুর পর তার সাওয়াব বেড়ে যায়। কেননা, লোকেরা তার ব্যাপারে কল্যাণের দোয়া করে থাকে। **(তাম্বীহুল গাফেলীন, ৩৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ, খারাপ ধারণা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়তার বন্ধন অর্থাৎ আপন আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ করার মধ্যে সম্মান মর্যাদা, আখিরাতের

মুক্তি, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, রিযিক বৃদ্ধি এবং হায়াত বৃদ্ধির সাথে সাথে আরো অনেক বরকত রয়েছে। অথচ সম্পর্ক নষ্ট করার মধ্যে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং আখিরাতের ধ্বংসের পাশাপাশি দুনিয়াবী ক্ষতিও অনেক। সাধারণত আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ ভালো ধারণার কমতি ও খারাপ ধারণার আধিক্যতা। আফসোস! আমাদের সমাজে সন্দেহের ভিত্তিতে একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণার প্রচলন ব্যাপক। উদাহরণ স্বরূপ- আমরা কোন আত্মীয়কে কোন অনুষ্ঠানে যদি দাওয়াত করি, কিন্তু কোন কারণে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তবে এখন গুরুত্ব সহকারে তার খবর নিই। খুব সমালোচনা ও গীবত করা যায় এবং এই মন-মানসিকতা তৈরী করে ফেলি যে, যেহেতু সে আমাদের অনুষ্ঠান বয়কট করেছে, এজন্য আমরাও তার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবো না। আর এ ধরণের খারাপ ধারণার কারণে উভয় পরিবারে মনমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায় ও সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই দূরত্বটা এতই মারাত্মক হয় যে, বছরের পর বছর একে অপর থেকে পৃথক থাকে। অথচ কেউ আমাদের এখানে অংশ গ্রহণ না করতে পারলে তো তার ব্যাপারে সুধারণা রাখার অনেক দৃষ্টিকোণ হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ- হয়ত সে অসুস্থ হওয়ার কারণে আসতে পারেনি, হয়ত ভুলে গেছে, প্রয়োজনীয় কাজ পড়ে গেছে বা কঠোর কোন অপারগতা ছিলো, যার কারণে তার জন্য অসম্ভব হয়ে গেছে ইত্যাদি। সে তার অনুপস্থিতির কারণ বলুক বা না বলুক, আমাদের সুধারণা রেখে সাওয়াব অর্জন করে জান্নাতে যাওয়ার পাথেয় অর্জন করতে থাকা উচিৎ।

সুধারণার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ সুধারনা একটি উত্তম ইবাদত।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফি হুসনিয-যন, ৪/৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৯৩)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের প্রসঙ্গে বলেন: মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখা ও তার প্রতি খারাপ ধারণা না করাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে থেকে এক ইবাদত। **(মিরআতুল মানাযিহ, ৬/৬২১ পৃষ্ঠা)**

অবশ্য আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন অলসতার কারণে বা কোন কারণে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে না আসে। বা আমাদেরকে দাওয়াত না করে বরং সে সরাসরি আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তখনো আমাদের আশা বাড়িয়ে সম্পর্ক অটুট রাখা উচিৎ। হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার এটা পছন্দ হয় যে, তার জন্য জান্নাতে একটা মহল বানানো হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক। তার উচিৎ তার সাথে যে জুলুম করে তাকে যেন ক্ষমা করে এবং যে তাকে বঞ্চিত করে সে যেন তাকে সেটা দান করে, আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে যেন তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে।"

(আল মুসতাদরাক, ৩/ ১২, হাদীস: ৩২১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক হীনতা এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার কারণ তাদের মধ্যকার সামান্য ভুলের কারণে হয়ে থাকে। আমাদের কোন আত্মীয় যদি ভুলে কোন কথা বলে ফেলে বা এমন কোন কাজ করে ফেলে যা আমাদের মনের কষ্টের

কারণ হয়, তবে আমরা আমাদের ত্রুটিকে পিছনে ফেলে নফস শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথাবার্তা, লেনদেন এবং অন্যান্য কার্যাবলী ও সম্পর্ক শেষ করে ফেলি। আর তার ইটের জাওয়াব ইটে দেওয়া ও সব সময়ের জন্য তাকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এখন ঐ বেচারা আমাদের সামনে হাত জোড় করলে বারবার ক্ষমা চাইলে অক্ষমতা প্রকাশ করলেও আমরা তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হইনা। আর আমাদেরকে যদি কেউ বুঝানোর চেষ্টা করে তাকেও নিশ্চুপ করে দিই।

অথচ আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের একে অপরের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা রাখা, সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলা এবং অক্ষমতা প্রকাশকারীর অক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। যেমন-

ভাই ভাই হয়ে যাও

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "একে অপরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, একে অপরের প্রতি শত্রুতা রাখবে না, হিংসা করবে না। সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী হবে না এবং আল্লাহর বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। না তার উপর জুলুম করে, না তাকে বঞ্চিত করে, না তাকে অপদস্থ করে।" **(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ১৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৬৪)** অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "وَمَنِ اعۡتَذَرَ اِلٰى اَخِيۡهِ الۡمُسۡلِمِ مِنۡ شَيۡءٍ بَلَغَهُ عَنۡه فَلَمۡ يَقۡبِلۡ عُذۡرَه لَمۡ يَرِدۡ عَلَى الۡحَوۡضِ অর্থাৎ যে কোন মুসলমান তার অক্ষমতা প্রকাশ করলো, আর সে তা গ্রহণ করলো না, তাহলে সে হাওযে কাউসারে উপস্থিত হতে পারবে না।"

(মু'জামুল আউসাত, ৪/৩৭৬, হাদীস: ৬২৯৫)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

একই ছাদের নিচে, তারপরও অসন্তুষ্ট?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর ভাবে চিন্তা করুন! যখন একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে ভালো ব্যবহার করার, তার প্রতি ভালবাসা রাখা। সম্পর্ক রাখা এবং তা অব্যাহত রাখার প্রতি উৎসাহ রয়েছে, তবে ঐ ব্যক্তি যার সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক, উদাহরণ স্বরূপ- বাবা, মা, ভাই, বোন, চাচা, ভাতিজী, মামা, ভাগনী ইত্যাদি। তাহলে তাদের সাথে তো আমাদের আরো বেশি ভালো ব্যবহার ও হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো ব্যবহার করা উচিৎ। আর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো ব্যবহারের হকদার হলো আমাদের বাবা, মা, ভাই, বোন। বাবা-মা হলো তারাই যারা আমাদের লালন-পালন করেছেন, আমাদের ভালো শিক্ষা দিয়েছেন, ভালো মন্দের ব্যবহার শিখিয়েছেন, নিজে কষ্ট স্বীকার করে আমাদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করেছেন।

অতঃপর ভাই, বোন হলো তারাই যারা আমাদের ছোটবেলার সাথী, ভাল মন্দের সময়ের বন্ধু, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এটাই, একই মা-বাবার সন্তান। কিন্তু আফসোস! আজকাল যদি পিতা-মাতা সন্তান থেকে অসন্তুষ্ট হয়, তখন সন্তান ও তার বাবা-মা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখা যায়। বড় ভাই-বোন তার ছোটদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে, তখন ছোটরাও তার বড় ভাই-বোনের সাথে আদব ও সম্মান দেখাতে প্রস্তুত নন। আফসোস! সামান্য তিক্ততার উপর একই ছাদের নিচে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আপন ভাই-বোনের মাঝে কথাবার্তা বন্ধ থাকে, আর যদি দূরে থাকে তো বহু মাস অনেক সময় বছর পর্যন্ত একে অপরের মুখ দেখতে চাই না।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　　صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক নামাযী হওয়া ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার স্পৃহা অর্জনের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সব সময়ের জন্য সম্পৃক্ত হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আমাদের প্রত্যেক প্রকারের দ্বীনি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় আর এই প্রশিক্ষণের মধ্যে বড় ভূমিকা হলো শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ’র প্রদানকৃত ৭২ টি নেক আমল” ও, ঐ নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে সমাজের অনেক ভবঘুরে লোক শুধু সঠিক পথে ফিরে আসে নি বরং অপরের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ’র প্রদানকৃত ৭২ নেক আমল”র মধ্যে ৬১ নং নেক আমল হলো: এই সপ্তাহে কি কমপক্ষে একজন অসুস্থ বা অসহায় ব্যক্তির ঘরে বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নাত অনুযায়ী সেবা -শুশ্রুষা অথবা নিকটাত্মীয়ের ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন? এটা এমন একটা নেক আমল, এটার উপর আমল করার বরকতে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মতো মহান নেক কাজের উপর আমল করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে, সুতরাং আপনি নিজেকে নিয়মিত “নেক আমলের” অনুসারী বানান আর নেকী সমূহে অটলতা পেয়ে যাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখো

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “বেহেস্ত কি কুঞ্জিয়া” খুবই ঈমান তাজাকারী কিতাব। এ সুন্দর কিতাবের মধ্যে শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের অবস্থার প্রতি

ঈঙ্গিত করে বলেন: বর্তমান যুগে সামান্য সামান্য এই ধরণের কথাই এটা বলে ফেলে যে, আমি আজ থেকে তোমার ভাই নই এবং তুমি আমার বোন না। এভাবে ভাই ভাইকে বলে ফেলে, আমি আজ থেকে তোমার ভাই না, তুমি আমার ভাই না।

এটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন অর্থাৎ সম্পর্ককে ছিন্ন করা, যেটা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের সব সময় এটা মনে রাখা উচিত যে, কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক যেনো ছিন্ন না করে। বরং সব সময় এই প্রচেষ্টায় রত থাকে যে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা থাকে এবং কখনো যেনো সম্পর্ক ছিন্ন হতে না পারে। কিছু লোক এটা বলে থাকে যে, যে আত্মীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো, আর যে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমরাও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। এটা বলা এবং এই পদ্ধতিটাও ইসলামের পরিপন্থী। (আরো বলেন) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার একটা পদ্ধতি জায়েয, আর সেটা হলো এটাই যে শরীয়াতের ব্যাপারে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। উদাহরণ স্বরূপ- কোন আত্মীয় যদিও সে খুবই নিকট আত্মীয় হোক না কেন যদি সে মুরতাদ অর্থাৎ ইসলাম থেকে ফিরে যায় বা পথভ্রষ্ট অথবা ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়, তবে তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলা ওয়াজিব। বা কোন আত্মীয় কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত এবং নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সেটা থেকে ফিরে আসছে না বরং নিজের কবীরা গুনাহের উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে আড়াল হয়ে আছে, তবে তার থেকেও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাটা জরুরী। কেননা, তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং সাহায্য করা মানেই হলো তার কবীরা গুনাহের মাঝে অংশ গ্রহণ করা, আর এটা কখনো জায়েয নেই। **(বেহেস্ত কি কুঞ্জিয়া, ১৯৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, বলপূর্বক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার আদায়ার্থে এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমাদের এর পরিপূর্ণ উপকার তখনো সৌভাগ্য হবে যে, যখন আমরা অন্তর থেকে এই নেকীটি সম্পাদন করবো। আফসোস! এখন আত্মীয়তাটা শুধুমাত্র নামেই রয়েছে এবং আজকাল আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা বলপূর্বক হয়ে দাঁড়িছে। কিছু লোক প্রকাশ্য ভাবে খুবই সামাজিক মনে হয়, কিন্তু তার বুক মুসলমানদের প্রতি ঘৃণায় ভরপুর।

অনেক নির্বোধ নফস শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ব্যক্তিগত ওযু হাতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। আর বন্ধুদের জন্য মনখোলে খরচ করে, কিন্তু আহ! নিজের বাবা, মা, ভাই, বোন, চাচা, ভাতিজা, ভাগিনী ইত্যাদির অধিকার আদায়ের প্রতি একেবারে অলস। বিয়ের অনুষ্ঠান হোক বা মোবারক দিনের আগমন হোক। বুযুর্গদের ইছালে সাওয়াবের ফাতিহার গুরুত্ব থেকে বা ইজতিমা ও যিকির নাত মাহফিল হোক। অনেকের কার্যকলাপ এমন হয়ে থাকে যে, তারা এগুলোতে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দিতে ব্যথিত হয়। অথবা তাদের ঘরে খাবার ইত্যাদি পাঠিয়ে দেয়, যে তাদেরকে তাদের অনুষ্ঠানে আহ্বান করে বা যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে তাদের উপকার সাধন হয়। এছাড়া যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তাদের কাজে আসে না বা বেচারা গরীব ও অসহায় হওয়ার কারণে তাদেরকে তাদের অনুষ্ঠানে ডাকে না, তখন এ ধরণের কে তাদের অনুষ্ঠানে ডাকা তো দূরের কথা তাদের থেকে দোয়া ও সালামের সম্পর্ক পর্যন্ত রাখতে তার ইচ্ছা পোষণ করে না। এই ভাবে যাকাতের হকদার আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভিন্ন চোখে দেখে থাকে।

এমনকি কিছু পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতায় তাদের মৃত্যুর ব্যাপারে কাফন-দাফন, জানাযার নামায ও সমবেদনার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে থাকে। মোটকথা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এখন প্রাথমিক অবস্থার একনিষ্টতা ও ভালোবাসা এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার উৎসাহ একেবারেই শেষ হতে দেখা যাচ্ছে। কেননা, আমরা তাদের মাঝে নিজেরাই কঠিনতর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। এমন করুণ পরিস্থিতি দেখে এ ধারণা করতে একটুও সমস্যা হবে না যে, প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধনকে এখন বোঝা মনে করছে।

নিকট আত্মীয়দের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সমস্যার মধ্যে তার কাজ না আসার তিরস্কারের উপর কিছু শিক্ষণীয় হাদীস শরীফ শুনুন! আল্লাহ পাকের ভয়ে কেঁপে উঠুন ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করার নিয়্যত করে নিন।

(১) "হে উম্মতে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কসম ঐ সত্ত্বার! যিনি আমাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির সদকা কবুল করেন না, যার আত্মীয়-স্বজন তার কল্যাণের মুখাপেক্ষী, আর সে অন্যদেরকে দেয়। শপথ ঐ সত্ত্বার! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ পাক এ ধরণের ব্যক্তিদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।" **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/২৯৭, হাদীস: ৪৬৫২)**

(২) "যে ব্যক্তি তার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঐ জিনিস চায়, যা আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন, কিন্তু সে তাতে কৃপণতা করে, তবে আল্লাহ পাক জাহান্নাম থেকে একটি সাপ বের করবেন, যার নাম শূজা হবে। সে জিহ্বাকে নাড়বে, আর ঐ ব্যক্তির গলায় হাঁরে পরিণত হবে।" **(মু'জামুল আওসাত, ৪/১৬৭, হাদীস: ৫৫৯৩)**

(৩) “যেই গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয় এবং তার জন্য আখিরাতেও শাস্তির স্তুপ রয়েছে। আর তা হলো; শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের চেয়ে বড় কিছু নয়।” (তিরমিযী, বাব ১২২, ৪/২২৯, হাদীস: ২৫১৯)

সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি

হযরত ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাম্বীহুল গাফেলীনে বর্ণনা করেন; হযরত ইয়াহইয়া বিন সুলাইম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মক্কায়ে মুর্কারমার মধ্যে খোরাসানের এক নেককার ব্যক্তি ছিলো, মানুষ তার কাছে আমানত রাখতো। এক ব্যক্তি তার কাছে দশ হাজার মুদ্রা আমানত রেখে তার প্রয়োজনীয় কোন সফরে চলে গেলো। যখন সে ফিরে আসলো, তখন ঐ খোরাসানের ব্যক্তিটার ইন্তেকাল হয়ে গেলো। তার পরিবারের কাছে তার আমানতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, তারা কিছু জানে না বললো। আমানত গচ্ছিতকারী মক্কার আলীমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার কি করা উচিৎ? তারা বললো: আমরা ধারণা করছি যে ঐ খোরাসানী জান্নাতী, তুমি এটা করো যে, মধ্য রাত বা রাতের শেষ ভাগ শেষ হওয়ার পর যমযম কূপে গিয়ে তার নাম নিয়ে ডাক দিবে আর তার থেকে জিজ্ঞাসা করবে।

সে তিন রাত এরূপ করলো, কিন্তু সেখান থেকে কোন উত্তর আসলো না। তারপর সে পুনরায় গিয়ে আলীমদের জানালো, তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ পড়ে বললো: আমাদের ভয় হচ্ছে সে হয়তো জান্নাতী নয়। তুমি ইয়েমেন চলে যাও, সেখানে বুরহুত নামক উপত্যকায় একটি কূপ রয়েছে, সেখানে পৌঁছে একই ভাবে ডাকবে। সে এরূপই করলো, তখন প্রথমবারেই ডাকে সাড়া আসলো: আমি সেটা ঘরের অমুক জায়গায়

দাফন করে রেখেছি। আর আমি আমার ঘরের সদস্যদের কাছেও আমানত রাখিনি, আমার ছেলের কাছে যাও ঐ জায়গাটি খনন করো পেয়ে যাবে। অতঃপর সে এরূপই করলো এবং সম্পদ পেয়ে গেলো। আমি তাকে বললাম: তুমি তো অনেক নেককার, এখানে কিভাবে পৌঁছে গেলে? সে বললো: আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন খোরাসানে ছিলো, যাদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলাম। ঐ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে গেলো, এ কারণে আল্লাহ পাক আমাকে এই শাস্তি দেন, আর ঐ জায়গায় পৌঁছে দেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন, ৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর চিন্তা করুন! আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা কি পরিমাণ খারাপ জিনিস। এর কারণে অনেক নেকীর প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায় এবং আখিরাতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে থাকার সম্মুখীন হতে হয়। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অকল্যাণকারীদের দিকে আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনদের প্রয়োজনীয়তা অপূর্ণকারীর উপর জাহান্নাম থেকে একটি বড় সাপ পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। যেটা সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীর উপর গলার হাঁরে পরিণত হবে। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীকে আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ার মধ্যেও শাস্তি দেওয়া হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভালোবাসা বৃদ্ধি করণ বিভাগ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বা মুসলমান ভাইদের সাথে লড়াই ঝগড়া করা এমন ধ্বংসযজ্ঞ কাজ যে, এতে লিপ্ত হয়ে মানুষ দুনিয়াতেই শিক্ষার পাথেয় হয়ে যায়, কুরবান হয়ে যান!

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের উপর যা এই কঠিন সময়কালেও মুসলমানকে লড়াই ঝগড়া থেকে দূরে রেখেছে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, যার সুস্পষ্ট প্রতিফলন হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত “ভালোবাসা বৃদ্ধি করণ বিভাগ”ও। ঐ সকল পুরাতন ইসলামী ভাই যারা পূর্বে আসতো কিন্তু এখন আসছে না, তাদের দ্বীনি পরিবেশে সক্রিয়ভাবে মসজিদ ভরা সংগঠন” এ অন্তর্ভূক্ত করা, তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সময় নিয়ে দোকান, ঘর বা অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করা, তাঁদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ করার মন-মানসিকতা প্রদান করা, সম্মিলিত ইতিকাফ ও মাদানী কোর্স সমূহ (আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স ইত্যাদি) করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, মাদানী কাফেলায় সফর করানো, তাঁর ঘরের মধ্যে মাদানী হালকার ব্যবস্থা করা, তাঁকে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশ গ্রহণ করানো, তাঁর সুখে দুঃখে অসুস্থতা ও ইন্তেকাল ইত্যাদি বিষয়াদিতে অংশ গ্রহণ করা এবং বিপদে চিঠিপত্র ও তাবীজাতে আত্তারিয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এই বিভাগের উদ্দেশ্য সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণ যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা বেশি, তবে তাকে কষ্ট ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর ভাই বোন একে অপরের খুব নিকটবর্তী হয়। এজন্য একে অপরের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। কিন্তু যদি আমরা শরীয়াতের অনুসরণ ও রীতিনীতিকে আঁকড়ে রাখি, তবে اِنْ شَآءَ الله এই তিক্ততা ও অসন্তুষ্টির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। বড় ভাই-বোনের উপর ছোটদের কি হক এবং ছোটদের উপর বড় ভাই বোনদের কি হক রয়েছে?

আসুন! এটাও শুনি আল্লাহ্ পাক আমাদের আমল করার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِین

বড় ভাই-বোনদের উপর ছোট ভাই ও বোনের হক ও আদব:

বড় ভাই ও বড় বোনের উপর ছোট ভাই ও বোনের হক সমূহ হলো:

(১) মা-বাবার মৃত্যুর পর ছোট ভাই বোনকে লালন-পালন করা এবং তাদের ভালো শিক্ষা দেওয়া।

(২) তাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা আর সকল সমস্যার সময় তাদের পাশে থাকা এবং যতটুকু সম্ভব তাদের অভাব পূরণ ও মন খুশি করা।

(৩) বাবা-মা জীবিত অবস্থায়ও তাদের প্রতি নম্রতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

(৪) গীবত, চুগলখোরী, খারাপ ধারণা এবং সাধারণ মুসলমানের প্রতি হিংসা হারাম। আর তাদের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের নাজায়েয।

(৫) শরীয়াত অনুসারে তাদের কাছে সংগঠিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া ও সব সময় তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা।

ছোট ভাই বোনদের উপর বড়দের হক ও আদব:

এভাবে ছোট ভাই বোনদের উপর বড়দের হক ও আদব সমূহ হলো:

(১) তাদের সম্মান করতে গিয়ে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া।

(২) মা-বাবার অবর্তমানে তাদের মা-বাবার মর্যাদা দেওয়া, অন্যথায় তাদেরকে নিজের পথ প্রদর্শক মনে করা।

(৩) যতটুকু সম্ভব তাদের বৈধ হুকুমের উপর আমল করার চেষ্টা করা।

(৪) নিজের পক্ষ থেকে সংগঠিত হওয়া ভুলের জন্য নিজেই বড়দের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

(৫) তাদের মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও এ মাদানী ফুল সমূহের উপর আমল করার চেষ্টা করি, তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ভাই-বোনের মধ্যে অসন্তুষ্টি এবং তাদের মধ্যে তৈরী হওয়া দূরত্ব থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মুক্তি পাওয়া যাবে। অনেক সময়তো এমনও হয়ে থাকে, দুই নিকটতম আত্মীয় একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং চেষ্টা করার পরেও একে অপরের মধ্যে সংশোধন করতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু সময় কিভাবে তৈরী করে রাখবে এবং দু'জনকে কিভাবে খুশি রাখা যায়? এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয়। আসুন! এ ব্যাপারে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ থেকে সঠিক দিশা নিই:

হিকমতে ভরপুর উত্তর

যেমন- আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর দরবারে কৃত প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ এটা যে, তিনি বলেন: আলীমের এই মাসায়ালার মধ্যে যে, যায়েদের এক বড় চাচা ও এক বোন আছে। যায়েদ তার বোন ও বড় চাচার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু এখন যায়েদের বোন ও বড় চাচার সাথে কঠোর মনমালিন্য হলো এবং যায়েদের বোন তার ছোট ভাই যায়েদকে এটা বলে যে, যদি তুমি বড় চাচার সাথে সাক্ষাৎ করো, তাহলে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ

করবো না। এর মধ্যে যায়েদের বিয়ের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং যায়েদের বোনের বক্তব্য হলো: যদি বড় চাচাকে বিয়েতে দাওয়াত করো, তাহরে আমি এতে অংশ গ্রহণ করবো না। এমন পরিস্থিতিতে বড় চাচার মনে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি বড় চাচাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তবে বোনের মনে কষ্ট পাবে। এমন পরিস্থিতিতে যায়েদের কি করা উচিৎ? যায়েদ কি নিজের বোনের কথা শুনে বড় চাচাকে বিয়েতে দাওয়াত করবে না, নাকি নিজের বোনকে ছেড়ে নিজের বড় চাচাকে দাওয়াত দিবে?

আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: বোন ও চাচা উভয়ই নিকটতম আত্মীয়। কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয নেই। যায়েদের উচিৎ তার বোনকে যেভাবেই সম্ভব রাজি করাবে। যদিও গোপনীয় ভাবে আপন চাচাকে বিয়েতে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দিবে এবং তার বোনকে যেন বলে দেয় যে, আমার পক্ষ থেকে তোমার সব কথা কবুল। না তাকে ডাকবো, না অংশ গ্রহণ করাবো। কিন্তু এতটুকু অবশ্যই তোমার কাছ থেকে চাইবো যে, সে যদি আপনা আপনি চলে আসে, তখন এতে আমার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারবে না। সে তোমার ও আমার দু'জনেরই বাবার মতো। কোন অপরিচিত ব্যক্তিও যদি দাওয়াত ছাড়া চলে আসে, তবে তাকে বের করে দেওয়া অসভ্য আচরণ। আর বড় চাচাতো বাবার স্থলাভিসিক্ত। মোটকথা সত্য মিথ্যা বলে উভয়কে রাজি করার মধ্যেও সাওয়াব রয়েছে। যায়েদের পক্ষ থেকে তার বোনের প্রতি বাক্য "আমি তাকে আমন্ত্রণ করবো না" বলার উদ্দেশ্য আমি নিজে তাকে আমন্ত্রণ করতে যাবো না। যদি ব্যক্তি চিঠি পাঠিয়ে দেয়, তিনি চলে আসার এই উদ্দেশ্যও না যে, তিনি পায়ে হেঁটে চলে আসবে না, না আমি তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসবো, দু'টিই বুঝাচ্ছে। সত্য মিথ্যার দ্বারা উদ্দেশ্য যেটার

প্রকাশ্যটা মিথ্যা আর উদ্দেশ্যগত অর্থ সত্য যেটাকে আরবীতে توریه তাওরিয়া বলা হয়। হাদীসের ফরমান রয়েছে: “اِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ- অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ইশারায় কথাবার্তা মিথ্যা থেকে মুক্তি।”

(আস সুনানুল কুবরা, ১০/৩৩৬, হাদীস: ২০৮৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রশ্নকারীকে শরীয়াতের প্রয়োজন অনুসারে তাওরিয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। শরীয়াতের অক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মানুষ তাওরিয়া করে মিথ্যা থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! তাওরিয়া করার বিশেষ দিক রয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া তাওরিয়া করা শরয়ী ভাবে জায়েয নেই। যেমন ভাবে সদরুশ শরীয়া, মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওরিয়া অর্থাৎ শাব্দিক যেটা প্রকাশ্য অর্থ রয়েছে সেটা ভুল, কিন্তু বক্তা অন্য অর্থ নেয় যেটা সঠিক। এমনটি করা কোন প্রয়োজন ছাড়াই জায়েয নেই। যদি প্রয়োজন হয় তবে জায়েয।

তাওরিয়ার উদাহরণ এটাই যে, তুমি কাউকে খাবার খাওয়ার জন্য আহবান করেছো, সে বলল: আমি খাবার খেয়ে নিয়েছি। এটার প্রকাশ্য অর্থ এটাই যে, এই মূহুর্তের খাবার খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু সে যদি এটা উদ্দেশ্য নেয় যে, আমি সব খেয়ে নিয়েছি, এটা মিথ্যার মধ্যে প্রবেশ হবে। (এজন্য এখানে তাওরিয়া করাটা জায়েয হবে না)

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৫১৮)

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার প্রশ্নের জবাবে এটাও জানা গেলো যে, কোন এক আত্মীয়ের কথার দ্বারা শরয়ী কারণা ছাড়া অন্য আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা শরীয়াতে নিষেধ। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে যায় এবং বড় বড় পা পর্যন্ত এ বক্রতায়

এসে টলমল হয়ে যায়। কিন্তু সাহসের মাধ্যমে কাজ গ্রহণ করুন, আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং এ হাদীসে পাক; “হিকমত মুমিনের হারানো ধন-ভান্ডার।”) (তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/৩১৪, নং- ২৬৯৬) এর উপর দৃষ্টি রেখে হিকমতে আমলী ও আমানতদারীতার সাথে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করার চেষ্টা করুন যে, যাতে উভয় পক্ষ সংশোধন হয়ে যায় এবং কারো হক নষ্ট না হয়। কেননা, কোন এক পক্ষের কথা মেনে নিলে অবশ্যই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, যেটা নাজায়েয ও হারাম। আর এমন হুকুম মানা শরীয়াতে জায়েয নেই, যার কারণে আল্লাহ পাকের নাফরমানি হয়ে যায়। যেমন ভাবে, নবী করীম, রউফু রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিতে কোন সৃষ্টির অনুসরন জায়েয নেই।” (মু’জামু কবীর, ১৮/১৭০, হাদীস: ৩৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানে উপস্থিত হওয়ার সুন্নাত ও আদব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা “১৬৩ মাদানী ফুল” এর ৩৬নং পৃষ্ঠা থেকে কবরস্থানে উপস্থিত হওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: প্রথমে প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র একটি হাদীসে মোবারাক শ্রবণ করি: “আমি তোমাদেরকে (প্রথমে) কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা, সেটা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।” (ইবনে মাজাহ ২/২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৭১) ✱ (অলী-আল্লাহর মাজার শরীফ) বা কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে

নিজের ঘরে (মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায আদায় করা, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌছিয়ে দেয়া। আল্লাহ পাক সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে এবং এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশী সাওয়াব প্রদান করবেন। **(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)** ✱ মাজার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল হবেন না। **(প্রাগুক্ত)** ✱ কবরস্থানের মধ্যে ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে পূর্বে কখনও মুসলমানদের কবর ছিল না, যে রাস্তা নতুন তৈরী করেছে সেটার উপর দিয়ে যাবেন না। "রদ্দুল মুহতার" বর্ণিত রয়েছে: (কবরস্থানের মধ্যে কবর বিলীন করে) যে নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেটার উপর চলাচল করা হারাম। **(রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা)** বরং নতুন রাস্তায় কেবল ধারণার মাধ্যমে সেটার উপর চলাচল করা নাজায়িয ও গুনাহ। **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষাণা

কবরস্থানে উপস্থিত হওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়তি হালকায় বয়ান করা হবে, সুতরাং এগুলো জানার জন্য তরবিয়াতী হালকাতে অবশ্যয় অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)